বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

বাফুফে ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচন বিধিমালা

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (অতঃপর 'বাফুফে' বলিয়া অভিহিত) এর নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদ, যথা- প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মেম্বার পদে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উক্তরূপ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, ব্যক্তি, প্রার্থী, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী ও ভোটার (ডেলিগেট) গণের অনুসরণের জন্য বাফুফে নিম্নরূপ বিধিমালা জারী করিল, যথা ঃ-

১। শিরোনাম ঃ এই বিধিমালা 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচন বিধিমালা ' নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রয়োগ ঃ বাফুফে-এর নির্বাহী কমিটির যে কোন বা সকল সদস্যপদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা ঃ এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অভিব্যক্তিসমূহের সংজ্ঞা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **নির্বাচনে বাফুফে নির্বাহী কমিটির দায়িত্বঃ** বাফুফে গঠনতন্ত্র অনুসারে 'বাফুফে'র নির্বাহী কমিটি -

(১) চূড়ান্ত ভোটার (ডেলিগেট) তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(২) নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করিবে এবং নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর জন্য যথাযথ সময় প্রদান করিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করিবে;

(৩) নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে তিনসপ্তাহ পূর্বে একটি নির্বাচন কমিশন ও একটি নির্বাচনী আপীল কমিশন গঠন করিবে;

(৪) বাফুফে সভাপতি নির্বাচনী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবেন; তিনি ভোটপর্ব পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্বভার নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক ভোটপর্ব অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৫) নির্বাচন কমিশনকে সাচিবিক, নিরাপত্তামূলক ও বৈষয়িক সকল সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিবে; এবং বাফুফে সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের সচিব ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিযুক্ত করিবে।

(৬) ভোটারগণকে পরিচয় পত্র প্রদান, মনোনয়পত্র বিতরণ ও গ্রহন, নির্বাচন কেন্দ্রের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা, সরকারী দপ্তরসমূহকে অবহিতকরণ বা কোন স্থানীয় বা বহিস্থ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা সহায়তার প্রশ্ন থাকিলে তাহা যথাসময়ে গ্রহণ- ইত্যাদি বিষয়ে যথাব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করিবে।

(৭) বাফুফে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সভার মাধ্যমে নির্বাচন চলাকালে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সভায় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করিবে।

৫। (ক) **নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব :** নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২(দুই) সপ্তাহ পূর্বে নির্বাহী কমিটির যে বা যে সকল সদস্যপদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে তাহা উল্লেখপূর্বক ইহার এক্তিয়ারাধীন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রযোজ্যমত উপযুক্ত শর্ত, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করিবেন, যথা:-

১. মনোনয়নপত্র বিতরণ
২. মনোনয়নপত্র দাখিল
৩. মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত আপত্তি দাখিল
৪. মনোনয়নপত্র বাছাই
৫. মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার
৬. ব্যালট নম্বর সহ প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ও বাফুফে সচিবালয়ে প্রেরণ।
৭. নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় ও ভোট গ্রহণের স্থান এবং
৮. ফলাফল ঘোষণা।

(খ) নির্বাচনী আপীল কমিশনের দায়িত্বঃ নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল আবেদন বিবেচনাপূর্বক নিস্পত্তিকরণ নির্বাচনী আপীল কমিশনের দায়িত্ব হইবে।

৬। মনোনয়নঃ

(১) বাফুফের গঠণতন্ত্র অনুসরণক্রমে এবং বাফুফের যে কোন একটি সদস্য সংস্থার মনোনীত ডেলিগেট প্রস্তাবকারী এবং অপর একটি সদস্য সংস্থার মনোনীত ডেলিগেট সমর্থনকারী না হইলে কোন ব্যক্তি কোন পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যেকোন প্রার্থী নিজেই নিজের প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেন না।

(৩) যেকোন প্রার্থী কেবলমাত্র ১ (এক) টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

(৪) যে কোন পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রার্থী তাঁহার মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবেন।

(৫) নির্ধারিত ফরমের সকল তথ্য যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে এবং ক্ষেত্রমতে আনুষাঙ্গিক তথ্য বা বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) অসম্পূর্ন আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) বাফুফে কর্তৃক নির্ধারিত টাকার অর্থাৎ সভাপতি পদের জন্য ১,০০,০০০/- (অফেরতযোগ্য), সিনিয়র সহ-সভাপতি পদের জন্য ৭৫,০০০/- (অফেরতযোগ্য), প্রত্যেকটি সহ-সভাপতি পদের জন্য ৫০,০০০/- (অফেরতযোগ্য) এবং প্রত্যেকটি সদস্য পদের জন্য ২৫,০০০/- (অফেরতযোগ্য) টাকার বিনিময়ে নগদ বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে রশিদমূলে মনোনয়ন ফরম বাফুফের হিসাব শাখা হইতে নির্বাচনী তফশিলে বর্ণিত সময়ে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৮) সকল মনোনয়নপত্র নির্বাচনী তফশিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাফুফে সচিবালয়ে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পূর্বে বা পরে কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে না। শোভাযাত্রা সহকারে মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাইবে না। যে কোন প্রার্থী নিজে বা প্রার্থীর প্রস্তাবকারী বা প্রার্থীর সমর্থনকারী অথবা প্রার্থী অনুর্ধ দুইজন অর্থাৎ তার প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীকে সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারিবে।

(৯) কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আবেদন আকারে নির্বাচনী তফশিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাফুফে সচিবালয়ে দাখিল করিতে হইবে এবং মনোনয়নপত্র বাছাইকালে তাহা সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বাক্ষী-প্রমানসহ উপস্থাপন করিতে হইবে; প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রার্থীতার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সশরীরে উপস্থিত থাকিবেন এবং চাহিদা মোতাবেক দলিল বা প্রমানপত্র কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন। আপত্তিকারী প্রার্থী স্ব-শরীরে উপস্থিত না থাকিলে আপত্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফশিলে বর্ণিত সময় অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) প্রার্থীগন নির্বাচনী তফশিলে বর্ণিত সময় অনুযায়ী স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্রের মাধ্যমে স্ব-স্ব প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন; এইরূপে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারকারীদের নাম ব্যালট পেপারে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(১২) সকল আবেদনপত্র প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

৭। নির্বাচনী প্রচারণাঃ

(১) বাফুফে নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন শোভাযাত্রা বা মিছিল এর আয়োজন করা যাইবে না, এবং কোন মাইক ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোন সমর্থক গোষ্ঠী অথবা অন্য কোন ব্যানারে কোন এক বা একাধিক প্রার্থীর পক্ষে প্রচার প্রচারনা করা যাবে না।

(৩) কোন প্রার্থী কোন পোষ্টার, ব্যানার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না, তবে এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লিফলেট (সর্বোচ্চ A4 সাইজ) ব্যবহার করা যাইবে। লিফলেট-এ কোন প্রতিশ্রুতি, কুৎসা বা নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষুন্ন করে কিংবা ভোটারকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না। লিফলেটে প্রার্থীর ছবি, পরিচয়, ফুটবলে তাঁহার অবদান, সাংগঠনিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং

তাঁহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করিতে পারিবেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার দিন হইতে বাফুফে ভবন ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার সম্বলিত যে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় ভোটের প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকিবে এবং একইসঙ্গে ভোটের দিন নির্বাচন কেন্দ্র চত্বরে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় ভোটের প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৪) কোন অবস্থাতেই কোন উপায়ে অর্থ বা অন্য কোন কিছুর প্রলোভন কিংবা ভয় বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ভোটারের নিকট ভোট চাওয়া যাইবে না এবং অনুরূপ কোন প্রচারণায় যাহারা অংশগ্রহণ করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাবান থাকিবে।

(৫) কোন প্রার্থীর পক্ষ হইতে প্রলোভনমূলক কোন আচরণ লক্ষ্য করিলে তাহা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করা সংশ্লিষ্ট সকলের নৈতিকদায়িত্ব।

(৬) নির্বাচনের প্রচারণায় এমন কোন কিছু করা যাইবে না যাহা দেশের প্রচলিত আইনে সিদ্ধ নয়।

(৭) নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত বিধিসমূহ (নির্বাচনী প্রচারনা অনুচ্ছেদের) লঙ্ঘনকারী প্রার্থীর প্রার্থীতা নির্বাচন কমিশন বাতিল করিতে পারিবে।

(৮) বাফুফে সচিবালয়ে কর্মরত এবং বাফুফের আওতাধীন ঢাকা মহানগরী ফুটবল লীগ কমিটি ও পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ কমিটি কার্যালয়ে কর্মরত সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। ব্যালট পেপারঃ

(১) সকল প্রকার পদের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পৃথক পৃথক ব্যালট পেপারে ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন।

(২) ভোটারগণ ব্যালট পেপারের নির্ধারিত স্থানে কলমের কালিতে শুধুমাত্র টিক (√) অথবা ক্রস (X) চিহ্ন অংকিত করিয়া ভোট প্রদান করিবেন। অন্য যে কোনভাবে ভোট প্রদান করা হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ভোটারগণ কোন এক প্রকার পদে যতটি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত ব্যালট পেপারে ততটি ভোট প্রদান করিবেন; কোন ব্যালট পেপারে প্রদত্ত ভোট নির্ধারিত সংখ্যার কমবেশী হইলে উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন ব্যালট পেপারের কোন অংশে কোন ভোট প্রদত্ত না হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন ব্যালট পেপারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোট প্রদান ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছু লেখা হইলে বা কোন কিছু সংযুক্ত করা হইলে উক্ত ব্যালট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) প্রত্যেক ব্যালট পেপারের পিছনে নির্বাচন কমিশনের সিলমোহর এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর সন্নিবেশিত থাকিবে; কোন ব্যালট পেপার ভিন্নরূপ হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। ভোট গ্রহণঃ

(১) নির্বাচনী তফশিলে ঘোষিত তারিখে, সময়ে ও স্থানে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে ভোটারগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নিজ নিজ ভোট প্রদান করিবেন।

(২) ভোট গ্রহণ কাজ শুরু করার পূর্বে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত হইবেন যে, ভোট কেন্দ্রে শুধুমাত্র 'বাফুফে নির্বাচনী কংগ্রেস' এর ডেলিগেটবৃন্দ, বাফুফে কার্যনির্বাহী কমিটি, বাফুফে সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, ফিফা/এএফসি হইতে আগত কর্মকর্তা এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ অবস্থান করিতেছেন। ব্যালট পেপার, বুথের ব্যবস্থা, ব্যালট বাক্স ইত্যাদি আয়োজন সম্পর্কে উপস্থিত প্রার্থীর জানার ও পরিদর্শনের অধিকার থাকিবে এবং ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বে নির্বাচনের আয়োজন যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে নির্বাচন কমিশন প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর করিবে। এই প্রত্যয়নপত্রে উপস্থিত প্রার্থীর স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক) গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে ভোট গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর এবং ভোট গণনার পূর্বে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর করিবে এবং ইহাতেও উপস্থিত প্রার্থীর স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক) গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে ভোট প্রদান করা যাইবে না এবং কোন অবস্থাতেই এই বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তি বা অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) ভোটারগণ ভোটকক্ষে উপস্থিত থাকিয়া নিজের ভোট নিজে প্রদান করিবেন, কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনভাবেই ভোট প্রদান করা যাইবে না।

(৫) ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগন আগত ভোটারের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ভোটার তালিকায় তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং অতঃপর ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৬) পরিচিতিপত্র প্রদর্শন ব্যাতিরেকে কিংবা ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর প্রদান ব্যাতিরেকে ব্যালটপেপার প্রদান করা হইবে না।

(৭) বুথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা বাফুফে সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায় ও সহায়তায় সম্পন্ন করিবে।

(৮) ব্যালটপেপার গ্রহণ করার পর ভোটার ভোটবুথে প্রবেশ করিবেন এবং স্বহস্তে কলমের কালিতে নির্ধারিত চিহ্ন ব্যালটপেপারের নির্ধারিত স্থানে অংকিত করিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

(৯) অতঃপর বুথের অভ্যন্তরেই ভোটার ব্যালট পেপারটি এরূপে ভাঁজ করিবেন যেন তাঁহার প্রদত্ত ভোটের তথ্য গোপন থাকে। অতঃপর বুথ হইতে বাহিরে আসিয়া ভোটার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সম্মুখে রক্ষিত স্বচ্ছ ব্যালটবাক্সে তাঁহার ভাঁজকৃত ব্যালটপেপারটি জমা প্রদান করিবেন; কোন অবস্থাতেই ব্যালটপেপার ব্যালটবাক্সে না ফেলিয়া যাওয়া যাইবে না।

(১০) ভোট প্রদান করার পর ভোটার ডেলিগেটগণের জন্য নির্ধারিত আসনে আসন গ্রহণ করিবেন, যেন কোন পদে ভোটসমতার কারণে পুনঃভোট গ্রহণ আবশ্যক হইলে তাহা একই যাত্রায় সম্পন্ন করা যায়।

(১১) বুথে ভোট প্রদানকালে কোন ভোটার কোনভাবেই অন্য ভোটারের ভোট প্রদানের বিষয়টি উঁকি দিয়া বা অন্য কোনভাবে দেখার চেষ্টা করিবেন না এবং একে অপরের সহিত আলোচনা বা কোন প্রকার ইশারা বা ইঙ্গিতের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

(১২) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের শৃঙ্খলা বিরোধী কোন আচরণ বা অন্য ভোটারের ভোট প্রদান প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা বা ভোট কেন্দ্রে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট ভোটারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১৩) ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার বাফুফে কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করিবে; তবে কোন প্রার্থী নির্বাচন কেন্দ্রকে নির্বাচনী প্রচারকাজে বা দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন মর্মে প্রতীয়মান হইলে বাফুফে কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে কিংবা নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে উক্ত ব্যাক্তিকে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে কিংবা নির্বাচনী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অনুরূপভাবে ব্যালট পেপারধারী ভোটার (ডেলিগেট) ব্যতিরেকে কোন প্রকারে কোন ব্যাক্তি বুথে প্রবেশাধিকার পাইবেন না (শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারের সাহায্যকারী ব্যতিরেকে)। একই সঙ্গে নির্বাচনী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে অন্য কেহ নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে থাকলে তিনি ভোট গ্রহনের দিন বাফুফে প্রদত্ত আইডি কার্ড প্রদর্শন করতঃ ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত স্থান (নির্বাচনী হলরুম ব্যতীত) পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পাইবেন।

(১৪) নির্বাচনী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ কোন ভোটারের সহিত নির্বাচনী প্রচার চালাইতে পারিবেন না বা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন না। এই নিয়মের বরখেলাপ হইলে ভোটকেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর/ভোটিং ডেলিগেটের প্রবেশাধিকার নির্বাচন কমিশন বাতিল করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

(১৫) ভোট গ্রহণের দিন কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন, ক্যামেরা বা অনুরূপ কোন ইলেকট্রনিক সামগ্রী এবং কোন ধরনের অস্ত্র লইয়া কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

১০। ভোট গণনা ও ফলাফলঃ

(১) ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষে উপস্থিত সকলের সম্মুখে ভোট গণনা করা হইবে।

(২) কোন পদের ভোট আগে বা পরে গণনা করা হইবে সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ভোট গণনার সময় প্রার্থীগন নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভোট গণনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, তবে কোন অবস্থাতেই তাঁহারা ভোট গণনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না বা কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(৪) ভোট কেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশন সর্বোতভাবে ক্ষমতাবান থাকিবে।

(৫) ভোট গণনা শেষে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাক্তির স্বাক্ষরে ফলাফল প্রাপ্তির অধিকার প্রার্থীগণের থাকিবে।

(৬) ভোটের ফলাফলের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণাঃ

(১) মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন কোন প্রকার পদের জন্য নির্ধারিত পদ সংখ্যার বেশী বৈধ মনোনয়ন পত্র দাখিল না হইলে সংশ্লিষ্ট বৈধ প্রার্থী বা প্রার্থীগণকে বিণা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হইবে।

(২) কোন পদের ফলাফল আগে বা পরে ঘোষণা করা হইবে সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের ফলে অবস্থা যদি এমন দাঁড়ায় যে, কোন প্রকার পদে অবশিষ্ট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা উক্ত প্রকার পদের নির্ধারিত আসনের সমান বা কম, সেক্ষেত্রে উক্ত পদের জন্য অবশিষ্ট বৈধ মনোনয়ন প্রার্থী/প্রার্থীগণকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হইবে।

(৪) ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী বা ক্ষেত্রমত পদসংখ্যার হিসাবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুসারে বিজয়ী প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। একই প্রকার পদের একাধিক আসনে একাধিক ব্যক্তি সমসংখ্যক ভোটে জয়ী হইলে তাঁহাদের পারস্পরিক অবস্থান নামের (উপাধিসূচক বা আলঙ্কারিক অংশ ব্যতিরেকে) প্রধান অংশের বাংলা আদ্যাক্ষর ক্রম দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) কোন প্রকার পদে সমসংখ্যক ভোট পাওয়া একাধিক প্রার্থীকে যথেষ্ট আসন না থাকার কারণে একসাথে জয়ী ঘোষণা করা সম্ভব না হইলে, এবং কাউকে জয়ী ঘোষনা না করার দরুন পদ শূণ্য থাকিয়া গেলে, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কেবলমাত্র উক্তরূপ সমসংখ্যক ভোট পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে শূণ্যপদ পূরণের জন্য পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

১২। অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে আনয়ন করা প্রয়োজন এমন কোন নির্বাচন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকিলে যে কোন প্রার্থী বা ডেলিগেটের স্বাক্ষরে উক্তরূপ বিষয়ে আবেদন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর বরাবরে দাখিল করিতে হইবে। তবে যে বিষয়ের নিষ্পত্তি ইতোপূর্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা পরবর্তীকালে বা ধাপে অভিযোগ আকারে নির্বাচন কমিশনের নিকট উত্থাপন করা যাইবে না। অনুরূপভাবে প্রদত্ত দরখাস্ত সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। আপীলঃ

নির্বাচন কমিশনের কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষ নির্বাচনী আপীল কমিশনের নিকট আপীল আবেদন বাফুফে নির্ধারিত ফি অর্থাৎ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ বা পে-অর্ডারসহ বাফুফে সচিবালয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করিতে পারিবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত আপীল আবেদনের বিষয়ে নির্বাচনী আপীল কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তবে নির্বাচনী আপীল কমিশন এইরূপ আবেদন সম্পর্কে ইহা বিবেচনায় রাখিবেন যে, নির্বাচনী তফশীল মোতবিক ভোটগ্রহণ পর্ব যেন কোন অবস্থাতেই ব্যহত না হয়।

১৪। বিবিধঃ

(১) বাফুফে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাফুফে গঠণতন্ত্র এবং ফিফা রেগুলেশনস (স্টান্ডার্ড ইলেকটোরাল কোড) যথাপ্রযোজ্যমত অনুসৃত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় উল্লেখ নাই নির্বাচন সংক্রান্ত এমন সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। অনুমোদনঃ

অত্র বিধিমালাটি বাফুফে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে বাফুফে কার্যনির্বাহী কমিটির ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়, যা উক্ত তারিখ হতে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

কাজী মোঃ সালাহউদ্দিন
সভাপতি
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।

মোঃ আবু নাঈম সোহাগ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

বাফুফে নির্বাচনী বিধিমালার ৫ (ক) ধারা পরিবর্তনের লক্ষ্যে বাফুফের পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হবে

৫। (ক) **নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব :** নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২(দুই) সপ্তাহ পূর্বে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশের লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটির যে বা যে সকল সদস্যপদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে তাহা উল্লেখপূর্বক ইহার এক্তিয়ারাধীন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রযোজ্যমত উপযুক্ত শর্ত, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া যথাসময়ে নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করিবেন, যথা:-

১. মনোনয়নপত্র বিতরণ (বাফুফে সচিবালয়ের এখতিয়ারাধীন)
২. মনোনয়নপত্র দাখিল (বাফুফে সচিবালয়ের এখতিয়ারাধীন)
৩. মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত আপত্তি দাখিল
৪. মনোনয়নপত্র বাছাই
৫. মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার
৬. ব্যালট নম্বর সহ প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ও বাফুফে সচিবালয়ে প্রেরণ।
৭. নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় ও ভোট গ্রহণের স্থান এবং
৮. ফলাফল ঘোষণা।